



124965 - যবে যবে শ্রুণৌর খাবার দয়িবে ফতিরা প্রদান করা যায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কোন প্রকারে খাবার দয়িবে ফতিরা প্রদান করা যায়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

মানুষ যবে যবে প্রকারে খাবারকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সসেব খাবার দয়িবে ফতিরা প্রদান করা যায়। যমেন- গম, ভুট্টা, চাল, সীমরে বচি, ডাল, ছোলা, ফুল (একজাতীয় ডাল), নুডুলস, গাশত ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফতিরা হিসেবে এক স্বা' খাবার প্রদান করা ফরয করছেন। যসেব খাবার সাহাবীগণের প্রধান খাদ্য ছিল তাঁরা সটো দয়িবে ফতিরা আদায় করতেন। সহহি বুখারী (১৫১০) ও সহহি মুসলমি (৯৮৫) আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যবে তিনি বলেন: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ঈদরে দিনি এক স্বা খাদ্যদ্রব্য (ফতিরা) হিসেবে প্রদান করতাম। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন: তখন আমাদের খাদ্য ছিল— যব, কসিমসি, পনিরি ও খজের।” অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন: “যখন আমাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তখন আমরা ছোট-বড়, স্বাধীন-করীতদাস সবার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফতির (ফতিরা) হিসেবে এক স্বা' খাদ্য কথিবা এক স্বা' পনিরি কথিবা এক স্বা' যব কথিবা এক স্বা' খজের কথিবা এক স্বা' কসিমসি আদায় করতাম।”

অনকে আলমে হাদসিবে উল্লেখিত “খাদ্যদ্রব্য” এর ব্যাখ্যা করছেন: গম। আবার কোন কোন আলমে বলেন: “খাদ্যদ্রব্য” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ: কোন এলাকার মানুষ যবে খাদ্য খয়ে অভ্যস্ত; সটো গম হোক, যব হোক কথিবা অন্য কছু হোক। এটাই সঠিকি অভিমিত। কারণ ফতিরা হচ্ছ- ধনীদরে পক্ষ থেকে গরীবদরে প্রতি সহমর্মতির প্রকাশ। স্থানীয় খাদ্য ছাড়া অন্য কছু দয়িবে সহমর্মতি প্রকাশ করা মুসলমানের উপর ফরয নয়। বর্তমানে হারামাইনের দেশে ভাত হচ্ছ- প্রধান খাদ্য এবং এটা দামী ও ভাল খাদ্য। তাই যব এর চয়ে চাউল দয়িবে ফতিরা দয়ো উত্তম; যদিও যব দয়িবে ফতিরা দয়ো জায়যে মরমে দলিলি উল্লেখিত হয়ছে। এভাবে জানা গেলে যবে, চাউল দয়িবে ফতিরা আদায় করত কোন অসুবিধা নই।[সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৪/২০০)]

শাইখুল ইসলাম (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৫/৬৮) গ্রন্থে বলেন: “উল্লেখিত খাদ্যসমূহের কোনটি যদি কোন এলাকার



মানুষের প্রধান খাদ্য হয়ে থাকে তাহলে সন্দেহহীনভাবে সে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফতিরা আদায় করা জায়গে। প্রশ্ন হচ্ছে- তারা অন্য যসেব খাদ্য গ্রহণ করে থাকে সেটো দিয়ে কি ফতিরা দয়ো যাবে? যমেন কারণে প্রধান খাদ্য যদি হয় ভাত কিংবা ভূট্টা তারা গম কিংবা যব দিয়ে কি ফতিরা আদায় করতে পারবে? নাকি চাউল বা ভূট্টা দিতে হবে? এ বিষয়ে বিশাল মতভেদে রয়েছে। সবচেয়ে শুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- হাদিসে উল্লেখিত শ্রমের মধ্যে না থাকলেও যটো তাদের খাদ্য সেটো দিয়ে ফতিরা আদায় করতে পারবে। এটা অধিকাংশ আলমেতে অভিমত, যমেন- ইমাম শাফয়ী ও অন্যান্য আলমে। কারণ ফতিরা ফরয করা হয়েছে দরদিরদরে প্রতিসহমর্মতিস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মধ্যম মানের খাদ্য যা তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পরিবারকে খাইয়ে থাক” [সূরা মায়াদি, আয়াত: ৮৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফতির (ফতিরা) হিসেবে এক স্বা’ খজুর কিংবা এক স্বা’ যব ফরয করছেন। কারণ তখন এগুলো ছিল মদনীবাসীর খাদ্য। যদি এগুলো তাদের খাদ্য না হয়ে অন্য কিছু হত; তাহলে তাদেরকে তাদের খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ফতিরা আদায় করার দায়িত্ব দিতেন না; যমেনভাবে আল্লাহ তাআলা কাফফারার ক্ষেত্রে নির্দেশে দেননি। [কছুটা পরমির্জতিভাবে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) ‘ইলামুল মুওয়াক্কয়ীন’ (৩/১২) গ্রন্থে বলেন: “মদনিততে এগুলো ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। পক্ষান্তরে, কোন দেশেরে কিংবা এলাকার প্রধান খাদ্য যদি অন্য কিছু হয় তাহলে তাদের উপর তাদের খাদ্য দিয়ে ফতিরা আদায় করা ফরয। যমেন- যাদের খাদ্য ভূট্টা কিংবা ভাত কিংবা ত্বীন কিংবা অন্য কোন শস্যদানা (তারা সেটো দিয়ে ফতিরা দাবে)। আর তাদের খাদ্য যদি শস্যদানা না হয়ে অন্য কিছু হয়; যমেন- দুধ, গাশত, কিংবা মাছ ইত্যাদি তাহলে তারা তাদের প্রকৃতগিত খাদ্য দিয়ে ফতিরা দাবে সেটো যমেনি হোক না কেন। এটা জমহুর আলমেতে অভিমত। এটাই সঠিক মত; অন্য মত প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কারণ ফতিরা দয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঈদরে দিন মসিকীনরে প্রয়োজন পূরণ করা এবং সবাই যমেন খাবার খায় সে জাতীয় খাবার দিয়ে তাদের সহমর্মী হওয়া। এর আলোকে বলা যায় আটা বা ময়দা দিয়ে ফতিরা দয়ো জায়গে হবে; যদিও কোন সহহি হাদিসে এর কথা আসেনি। [সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আশ-শারহুল মুমত’ (৬/১৮৩) গ্রন্থে বলেন: সঠিক মতানুযায়ী, যটো খাদ্য হিসেবে প্রচলিত সেটো শস্যদানা হোক, ফল-ফলাদি হোক কিংবা গাশত হোক সেটো দিয়ে ফতিরা দয়ো জায়গে।” [সমাপ্ত]